বস্তুর নিগেটিভিটি

জাহেদ আহমেদ সমিপেষু
কুদ্দুস খান

আমরা তখন তৃতীয় শ্রেনীতে পড়ি, আমার সহপাঠির বোন অভিযোগ করেছিল যে সে রহিমের পাশে বসতে চায়না। কারণ তার হাতের লেখা ভাল নয়। আমাদের জাহেদ সাহেবের অবস্থাটাও তাই, কুদ্দুস খান বানান ভুল করেছে, কাজেই তার লেখা দ্বান্দিক বস্তুবাদের উত্তর দেওয়া যাবে না। দ্বান্দিক বস্তুবাদ কুদ্দুস খান লিখেন নি, দ্বান্দিক বস্তুবাদ লিখেছেন মার্ক্স। পারলে দ্বান্দিক বস্তুবাদের উপর লিখুন, কুদ্দুস খানের ব্যাখ্যা দেওয়া দ্বান্দিক বস্তুবাদকে ভুল প্রমান করতে চেস্টা করুন, যদি সাধ্যে কুলায়। আর যদি সাধ্যে না কুলায় চুপচাপ বসে থাকুন। চুপ চাপ বসে না থাকলে ক্রমেই নিজের দৈন্যতা প্রকাশ পাবে। মার্ক্সীয় দ্বান্দিক বস্তুবাদে যে কথা বলেছেন, ডঃ পোপার সে কথাটিই বলেছেন তার বিশ্ব বিখ্যাত থিওরি ফলসিফিকেশনে। কোন সত্যকেই চূড়ান্ত সত্য হি-সাবে ধরা যাবে না। সব থিওরিররই এন্টি থিওরি থাকে এবং এন্টি থিওরি থাকতেই হবে। না থাকলে সে থিওরি ধর্মে রুপান্তরিত হবে এবং ষ্ট্যাগন্যান্ট হয়ে যাবে ও থিওরির বিকাশ বন্ধ হয়ে যাবে। মার্ক্স ও এংগেল্স এটাকে নিগেশন অফ নিগেশনও বলেছেন। পারলে নিগেশন অফ নিগেশন থিওরির ব্যাখ্যা দেবেন। নিগেশন অফ নিগেশন থিওরিতে বলা হয়েছে যে, থিসিসের বিরুদ্ধে যে এন্টি থিওরি থাকে সেই এন্টি থিওরিতেও আবার এন্টি থিসিস থাকে। সে এন্টি থিসিস তখনই প্রভাবশালি হয় যখন এন্টি থিসিস সি-নথিসিস হয়ে থিনসিসে পরিনত হয়।

মার্ক্সের সময়ে মুলত হেগেলই দ্বান্দিক মতবাদের কথা বলেছেন। মার্ক্স সেটাকে আরও উন্নত করেছিলেন। মার্ক্সের দ্বান্দিক বস্তবাদের জন্ম হয়েছিল ভাববাদি দর্শনের মাধ্যমে বা প্রচলিত খৃষ্ট ও ইহুদি ধর্মের বিরোধিতা করে। মার্ক্সের সময়ে প্রচলিত ধর্ম বি-শ্বাসী দার্শনিকরাই জার্মান ও ইংল্যান্ড প্রধান্য বিস্তার করেছিল। প্রচলিত বিশ্বাসের থিসিসের এন্টি থিসিসই ছিল মার্ক্সের দ্বান্দিক বস্তুবাদ।

সমাজ পরিবর্তন বা সমাজের উন্নতি সাধনের যে কোন দার্শনিক মতবাদের বিরুদ্ধেই সমালোচনা হয়েছে। সেই সুত্রে তার বিরুদ্ধেও মতবাদ এসেছে। তা হলে অবস্থা কি দাড়াল? সমাজে যারা ভাল করতে চান তারা প্রচলিত সমাজকে সংশোধন করার জন্য থিওরি দেন আর এই নতুন থিওরির যারা বিরোধিতা করেন তারাই নিগেশন অব নিগেশনের কাজটি করছেন। রাশিয়ায় সমাতান্ত্রিক বিপ্লব হবার পরে কমুউনিষ্ট পার্টি তাদের সমালোচনা অর্থাৎ নিগেশন অফ নিগেশনের প্রক্রিয়া বন্ধকরে দিয়েছিলো বলেই রাশিয়ান সমাজ এগুতে পারেনি। মাত্র ৭০ বছর বয়সেই সমাজতন্ত্র স্বর্গে গিয়েছে। জনাব জাহিদ আহমেদকে নিগেশন অফ নিগেশন থিওরির উপর আলোচনা করতে আহ্বান করছি।

ধর্মপ্রাণ মুসলমান বা হিন্দুরা মনে করে কোরান বা গীতাতেই সমস্ত সত্য নিহিত। কাজেই তাদের সত্য অসত্যের মাপকাঠি গীতা বা কোরানে সীমাবদ্ধ। আবার জনাব জাহেদ আহমেদের মত অনেকেই আছেন যারা প্রচলিত ধর্ম মানেননা । কিন্তু ধর্মের একটি প্রভাব তাদের মধ্যে থেকেই যায়। সেকারনে তারা সেই ধর্ম বা প্রচলিত সমাজের সত্য অসত্যের মাপ কাঠি দিয়েই সব কিছুবিচার বিশ্লেষন করে থাকেন। তারা হয়তো নিজেরাই জানেন না মুলত তারা ধর্ম বিশ্বাসীদেরই সাহায্য করছেন। সে দিক দিয়ে বিচার করলে আমাদের দেশের সুডো মার্ক্সিষ্টরা, নিজেদের মার্ক্সিষ্ট না ভাবলেওসাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করতে যেয়ে মুলত মুসলিমদেরই সা-হায্য করছেন। কারণ তারা মনে করছে মুসলিমরা নিপীড়িত, এটা অধুনালুপ্ত সমাজতন্ত্রিদের প্রভাব।

মুসলিমরা মনে করছে তাদের ধর্ম অপরিবর্তনশীল এবং সব মুসলিম সমাজেই ধর্মের একটি প্রচলিত প্রভাব থাকেই। সেই প্রভাব বলয়ের মধ্যে থেকে কোন কিছু বিশ্বাস করলে তা ভুল হতে বাধ্য। মার্ক্সের মত ডঃ পোপারও বলেছেন সব থিওরির মধ্যেই নিহিত রয়েছে ফলসিফিকেশন। ডঃ পোপার একটি পদ্ধতির কথা বলেছেন, যে পদ্ধতি চলমান অর্থাৎ পরিবর্তনশীল ও বৈজ্ঞানিক। ডঃ পো-পার নিজে কোন থিওরি আবিস্কার করেন নি, তিনি শুধুমাত্র থিওরির পরিবর্তনশীল অবস্থার ব্যাখ্যা করেছেন। ডঃ পোপার মুলতঃ মার্ক্সের থিওরিটিকেই আরও উন্নত করেছেন।

কাজেই জাহেদ সাহেব, আপনি যেটাই বিশ্বাস করুন না কেন, সেটা আপনার স্বাধীতা, সেটা আপনার বিশ্বাস। ডঃ পোপারের ফলসিফিকেশনে শুধু একটি কথায় বলা হয়েছে। আর তা হচ্ছে নিজ বিশ্বাসটাকে চূড়ান্ত সত্য বলে ভাববেন না। কেননা আপনার বিশ্বাসের উপরও নিগেশন অফ নিগেশন রয়ে গেছে, যা আপনার বিশ্বাসকে পরিবর্তিত করবে। আমি কুদ্দুস খান , আপনি জাহেদ আহমেদ মুসলিম সমাজ থেকে উঠে এসেছি। মুসলিম সমাজের কিছু প্রভাব আমাদের মধ্যে থাকবেই। আবার ডঃ বিপ্লব উঠে এসেছেন হিন্দু সমাজ থাকে। তিনি আমাকে কুদ্দুসদা বলেন আর আমি আপনাকে জাহেদ ভাই বলি, এসবই হলো নিজ নিজ সমাজের প্রভাব। এই প্রভাব থেকে চিন্তাকে মুক্ত থাকতে হলে আমাদের ফলসিফিকেশন থিওরির ভিত্তিতে চিন্তা করতে হবে। আর তা না করতে পারলে, যতই ধর্ম বিরোধী হন না কেন , তা ইসলামিষ্টদেরই উপকারেই আসবে। যদিও আমি আমি আপনাকে ইসলামিষ্ট বলা থেকে বিরত থাকছি। যা'হোক এর পর থেকে আমি আপনার আর কোন ব্যক্তিগত আক্রমনের জবাব দেব না। পারলে বস্তুর নিগেটিভিটি নিয়ে কথা বলবেন। ভাল থাকুন সুস্থ থাকুন আপনার মংগল হোক।